প্রথম আলো

তারিখ ১২ JUL 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য ও শিক্ষক সমিতির পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান আন্দোলন নিয়ে গতকাল সোমবার উপাচার্য আনোয়ার হোসেন ও শিক্ষক সমিতির নেতারা পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন করেছেন। শিক্ষক সমিতি উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি এবং উপাচার্য শিক্ষক সমিতির আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে জানাতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

বেলা ১১টার দিকে উপাচার্য নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) এম এ মতিন, সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) আফসার আহমদ, রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক ও ট্রেজারার আবুল খায়ের উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে উপাচার্য আনোয়ার হোসেন জানান, শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় সিন্ডিকেটের সদস্যরা অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে যে শাস্তির সুপারিশ করেছেন, তা গ্রহণ করা হয়েছে। তা ছাড়া মীর মশাররফ হোসেন হলে পুলিশের প্রবেশ এবং অভিযুক্ত ছাত্রকে গ্রেপ্তারে ভাঙচুরের ঘটনায় কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ভাঙচুরের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং গঠিত তদন্ত কমিটি কাজ করছে। শিক্ষক সমিতির অবরোধে তদন্ত ব্যাহত হচ্ছে।

উপাচার্য শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, ভর্তি পরীক্ষার নীতিমালা লঙ্ঘন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্টসহ বিভিন্ন অভিযোগ অস্বীকার করে ব্যাখ্যা দেন। তিনি প্রশাসনিক ভবন অবরোধের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট অচলাবস্থার কথা উল্লেখ করে শিক্ষক সমিতিকে অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনের আহ্বান জানান।

শিক্ষক সমিতির নেতারা বেলা দুইটার দিকে পরিসংখ্যান বিভাগে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেন। এর আগে তাঁরা সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবন অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অজিত কুমার মজুমদার। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন আমির হোসেন ও মুহাম্মদ কামরুল আহসান।

উপাচার্যের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে অজিত কুমার বলেন, 'শিক্ষক লাঞ্ছিত করার বিচার ইতিপূর্বে শিক্ষক সমিতি প্রত্যাখ্যান করেছে। উপাচার্য অন্যান্য অভিযোগের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা-ও অগ্রহণযোগ্য।'

উপাচার্যের কাছ থেকে একাধিক চিঠি পাওয়ার পরও কেন আলোচনায় বসছেন না—এমন প্রশ্নের জবাবে অজিত কুমার বলেন, 'শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা উপাচার্যের সঙ্গে কোনো আলোচনায় বসব না। তবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে শিক্ষক সমিতি আলোচনায় বসতে রাজি।'